দানিয়েল গ্রন্থ - সংখ্যা একশ ঊনষাট

দানিয়েলের দর্শনে তিনটি দেবদূতীয় স্পর্শের উন্মোচন: একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উদ্ঘাটন

Jeff Pippenger
2024-03-26

দশম অধ্যায়ে দানিয়েলকে তিনবার স্পর্শ করা হয়, এবং সেই তিনটি স্পর্শ দানিয়েলের ব্যক্তিগতভাবে “mareh,” অর্থাৎ দর্শন, অভিজ্ঞতা লাভের তিনটি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথম ও শেষে আবির্ভাব ছিল গাব্রিয়েলের, যিনি যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশের দূত। গাব্রিয়েলই সেই ব্যক্তি, যিনি পিতার দ্বারা খ্রীষ্টকে প্রদত্ত বার্তাটি খ্রীষ্টের কাছ থেকে গ্রহণ করে নবীর নিকট পৌঁছে দেন, আর সেই নবীকেই তা মণ্ডলীগণের কাছে প্রেরণ করতে হয়।

> কিন্তু আমি তোমাকে তা দেখাব যা সত্যের শাস্ত্রে লিখিত আছে; এবং এই বিষয়গুলিতে আমার সঙ্গে দাঁড়ায় এমন কেউ নেই, কেবল তোমাদের রাজপুত্র মীখায়েল। দানিয়েল ১০:২১।

গ্যাব্রিয়েল জানেন যে তিনি একজন সৃষ্ট সত্তা; তাই তিনি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে যোহনকে সোজাসুজি বলেছিলেন তাঁকে উপাসনা না করতে।

> আর আমি তাঁহার পায়ের কাছে তাঁহাকে উপাসনা করিবার জন্য পড়িয়া গেলাম। আর তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, তাহা করিও না; আমি তোমার সহদাস, এবং তোমার সেই ভ্রাতৃগণের সহচর, যাঁহাদের যীশুর সাক্ষ্য আছে; ঈশ্বরের উপাসনা কর; কারণ যীশুর সাক্ষ্যই ভাববাণীর আত্মা। প্রকাশিত বাক্য ১৯:১০।

অতএব ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে যে ‘সত্যের শাস্ত্রে যা লিখিত আছে’-এর প্রসঙ্গে গ্যাব্রিয়েল যখন বলেন যে তাঁর ঊর্ধ্বে কেউ নেই, তখন তা একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উদ্দেশ্য পূরণ করে। তিনি যখন এই কথা উল্লেখ করেন যে কেবল খ্রিস্টই তাঁর নিজের চেয়ে শাস্ত্রকে ভাল বোঝেন, তখন তিনি খ্রিস্টকেই ‘তোমাদের রাজপুত্র মীখায়েল’ বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু মীখায়েল শুধু রাজপুত্রই নন, তিনি প্রধান স্বর্গদূত।

> তবুও প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল, যখন তিনি শয়তানের সঙ্গে মোশির দেহ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কোনো অভিযোগ আনতে সাহস করেননি; বরং বললেন, ‘প্রভু তোমাকে ধমক দিন।’ যিহূদা ৭।

সুতরাং তিনটি স্পর্শই দেবদূতীয় স্পর্শ, এবং ড্যানিয়েল যে তিনবার 'mareh' দর্শন অভিজ্ঞতা করে, সেটিও দেবদূতীয়। তৃতীয়বার ড্যানিয়েলকে স্পর্শ করা হয় তাকে শক্তিশালী করার জন্য, কারণ এর আগে, দ্বিতীয় স্পর্শে সে তার শক্তি হারিয়েছিল।

> তখন আবার মানুষরূপী একজন এসে আমাকে স্পর্শ করলেন এবং আমাকে শক্তি দিলেন, এবং বললেন, হে অতি প্রিয় মানুষ, ভয় করো না; শান্তি তোমার উপর থাকুক; দৃঢ় হও, হ্যাঁ, দৃঢ় হও। তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বললেন, আমি শক্তি পেলাম এবং বললাম, আমার প্রভু কথা বলুন, কারণ আপনি আমাকে শক্তি দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আমি কেন তোমার কাছে এসেছি, তুমি কি জানো? এখন আমি পারস্যের রাজপ্রধানের সঙ্গে

> যুদ্ধ করতে ফিরে যাব; আর আমি যখন বেরিয়ে যাব, দেখো, গ্রীসের রাজপ্রধান আসবে। দানিয়েল 10:18-20.

গাব্রিয়েল দানিয়েলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি যখন দানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি যে তোমার কাছে এসেছি, তার কারণ তুমি কি জানো?", তখন তিনি "অন্তিম দিনে তোমার জাতির উপরে যা ঘটবে, তা তোমাকে বুঝাইতে" এসেছিলেন। অন্তিম দিনের বিষয়ে তিনি দানিয়েলকে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গাব্রিয়েল এরপর বলেন যে, তিনি তখন "পারস্যের অধ্যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ফিরিয়া যাইব; আর আমি বাহির হইয়া গেলে, দেখ, যবনের অধ্যক্ষ আসিবে।" তারপর তিনি একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা শুরু করেন, যেখানে অন্তিম দিনে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের উপরে যা ঘটে, তা বর্ণিত হয়েছে। সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনাটি "পারস্যের অধ্যক্ষ" ও "যবনের অধ্যক্ষ"-এর সঙ্গে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে।

সাইরাস মহান ও আলেকজান্ডার মহান-এর মধ্যকার প্রকৃত ইতিহাসের ব্যবধান ছিল দুই শত বছরেরও বেশি কিন্তু প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের মহা ভূমিকম্পে, শেষের ঘটনাবলির গতি অত্যন্ত দ্রুত, এবং উত্তরের ছদ্ম রাজা ষষ্ঠ রাজ্যটি জয় করামাত্রই, গ্রিসি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সপ্তম রাজ্য, অর্থাৎ দশ রাজা, সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজ্য পশুর হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়।

এক স্তরে দানিয়েল গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে "মারে" দর্শনটি সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সাতবারের মধ্যে আমরা চারবার বিবেচনা করেছি, এবং নির্ধারণ করেছি যে প্রথম উল্লেখটি হলো—কোরশের তৃতীয় বৎসরের পূর্বেই দানিয়েল সেই দর্শন বুঝেছিলেন। পরবর্তী তিনটি উল্লেখে, প্রত্যেক দর্শনে তিনটি স্পর্শ সেই একুশ দিনের শোকাবস্থার মধ্য থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় দানিয়েলের অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করে। তাঁর এই পুনরুজ্জীবনের জাগরণ অনন্ত সুসমাচারের ত্রিস্তরীয় প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরিত, এবং সেই তিনটি স্তর স্বর্গদূতদের দ্বারা উপস্থাপিত; যদিও দ্বিতীয় স্তরটি প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল, যিনি সেইজন, যিনি মোশিকে মৃত্যুর মধ্য থেকে উত্থিত করেছিলেন এবং তাঁকে স্বর্গে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

দশম অধ্যায়ে "vision" শব্দটি যে অন্য তিনবার পাওয়া যায়, তা "mareh" নয়, বরং "marah।" "Marah" হলো "mareh"-এর স্ত্রীলিঙ্গ রূপ। এর অর্থ একটি দর্শন, এবং কার্যকারক অর্থে একটি "আয়না" বা "দর্শন-দর্পণ"। এর সংজ্ঞার মূল চাবিকাঠি হলো, এটি "কার্যকারক"। এটি "the appearance"-এর দর্শন, কিন্তু লিঙ্গে এটি ভিন্ন; অতএব এটি একটি ভিন্ন ভাববাণীমূলক বার্তা শনাক্ত করে। এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "আয়না" এই ইঙ্গিত বহন করে যে, যারা সেই দর্শন দেখে, তারা কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবিম্ব দেখে। শব্দটির এই দিকটিই "কার্যকারক"। "marah"-এর প্রেক্ষাপটে একটি কার্যকারক শব্দের সংজ্ঞা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

"Causative" শব্দটি 'কারণত্ব' ধারণা বা কোনো কিছু ঘটানোর ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভাষাবিজ্ঞানে, বিশেষ করে ক্রিয়ার রূপতত্ত্বে, কারণসূচক রূপ এমন একটি ব্যাকরণগত গঠন যা নির্দেশ করে যে ক্রিয়ার কর্তা অন্য ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্রিয়াটি সম্পাদন করায়। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজিতে "to read" ক্রিয়াটি "to make someone read" বললে কারণসূচক হয়। এখানে কর্তা অন্য একজনকে পড়ার কাজটি করাচ্ছে।

কারণসূচক রূপ নির্দেশ করে যে কর্তা ক্রিয়ায় বর্ণিত কাজটি ঘটিয়ে তোলার জন্য দায়ী। ‘কারণসূচক’ শব্দটি বোঝায় কোনো কাজ বা ঘটনা সংঘটিত করানোর পদ্ধতি। দানিয়েল যে তিনবার হিব্রু শব্দ “marah” ব্যবহার করছেন, সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা হওয়া দর্শন দর্শককে সে যে প্রতিমূর্তি দেখছে তারই রূপে পরিবর্তিত করে।

> আর প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনে, আমি যখন মহান নদীর তীরে ছিলাম, যার নাম হিদ্দেকেল; তখন আমি চোখ তুলে তাকালাম, এবং দেখ, সূক্ষ্ম সুতির বস্ত্র পরা এক ব্যক্তি, যার কোমর উফাজের উৎকৃষ্ট স্বর্ণ দিয়ে বেষ্টিত ছিল। তাঁর দেহও বেরিলের মতো ছিল, আর তাঁর মুখের রূপ (mareh) ছিল বিদ্যুতের মতো, আর তাঁর চোখ অগ্নিদীপের মতো, আর তাঁর বাহু ও তাঁর পা রঙে পালিশ-করা পিতলের মতো, আর তাঁর কথার শব্দ ছিল এক বৃহৎ জনতার কণ্ঠস্বরের মতো। আর আমি দানিয়েল একাই দর্শন (marah) দেখলাম; কারণ যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা সেই দর্শন (marah) দেখেনি; কিন্তু তাদের উপর এক মহান কম্পন নেমে এলো, তাই তারা পালিয়ে গিয়ে নিজেদের লুকোল। অতএব আমি একা রয়ে গেলাম, এবং এই মহা দর্শন (marah) দেখলাম, এবং আমার মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না; কারণ আমার শোভা আমার মধ্যে নষ্ট হয়ে গেল, এবং আমার কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না। তবু আমি তাঁর কথার শব্দ শুনলাম; আর যখন আমি তাঁর কথার শব্দ শুনলাম, তখন আমি মুখ থুবড়ে গভীর নিদ্রায় পড়লাম, এবং আমার মুখ ভূমির দিকে ছিল। দানিয়েল ১০:৪-৯।

একুশ দিনের শোকের শেষে, যা শেষ দিনগুলোতে সেই সাড়ে তিন দিনের সঙ্গে মিলে যায় যখন দুই সাক্ষী রাস্তায় মৃত থাকে, দানিয়েলকে হঠাৎ খ্রিস্টের আবির্ভাব দেখানো হয়েছিল, এবং তাঁর রূপ ছিল "বিদ্যুতের রূপ (mareh)-এর মতো"। সেই ঘটনাটি, প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোর সাড়ে তিন দিনের শেষে, একটি পৃথকীকরণ ঘটায়, কারণ "যারা দানিয়েলের সঙ্গে ছিল" তাদেরকে দর্শন (marah) [দেখতে] দেওয়া হয়নি; বরং তাদের ওপর একটি মহান কম্পন নেমে এলো, ফলে তারা নিজেদের লুকাতে পালিয়ে গেল। "অতএব" দানিয়েল "একা রইলেন," কিন্তু "আমার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে দর্শন (marah) [দেখতে] দেওয়া হয়নি; বরং তাদের ওপর একটি মহান কম্পন নেমে এলো, ফলে তারা নিজেদের লুকাতে পালিয়ে গেল"।

যখন দানিয়েল একা ছিলেন, তখন তিনি যে দর্শন দেখেছিলেন, সেটি ছিল নারীত্বপূর্ণ, কারণমূলক দর্শন, যা দানিয়েলকে সেই দর্শনের প্রতিরূপে রূপান্তরিত করছিল। এই রূপান্তর সাধিত হয়েছিল দানিয়েলের মানবীয় শক্তি অপসারিত হওয়ার মাধ্যমে, এবং তাঁর লাবণ্য ক্ষয়ে পরিণত হওয়ার দ্বারা।

> যে মাংসদেহে আত্মা বাস করে এবং যার মাধ্যমে কাজ করে, সেটি প্রভুরই। জীবন্ত দেহযন্ত্রের কোনো অংশকে অবহেলা করার অধিকার আমাদের নেই। জীবন্ত দেহের প্রতিটি অংশই প্রভুর। আমাদের নিজ শারীরিক দেহ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের শেখানো উচিত যে প্রতিটি অঙ্গ ধার্মিকতার যন্ত্ররূপে ঈশ্বরের সেবা করবে।
>
> ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ মানুষের হৃদয়ের অহংকারকে বশে আনতে পারে না। আমরা নিজেদের পরিত্রাণ করতে পারি না। আমরা নিজেদের নতুন করে জন্ম দিতে পারি না। স্বর্গীয় সভাগৃহে এমন কোনো গান গাওয়া হবে না— "আমি, যে নিজেকে ভালোবেসেছি, নিজেই নিজেকে শুচি করেছি, নিজেই নিজেকে উদ্ধার করেছি—গৌরব ও সম্মান, আশীর্বাদ ও স্তব আমারই হোক"। কিন্তু এ-ই তো এই পৃথিবীতে অনেকেই যে গান গায়, তার মূল সুর। হৃদয়ে নম্র ও বিনীত হওয়ার অর্থ কী, তারা জানে না; এবং সম্ভব হলে এ কথা জানতেও তারা চায় না। সমগ্র সুসমাচারই নিহিত রয়েছে খ্রিস্টের কাছ থেকে শেখার

মধ্যে—তাঁর নম্রতা ও বিনয়ে।

> "বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকি গণ্য হওয়া কী? এটি ঈশ্বরের কাজ—মানুষের গৌরবকে ধুলোয় নামিয়ে আনা, এবং মানুষের জন্য সেই কাজ করা যা তার নিজের ক্ষমতায় সে নিজের জন্য করতে পারে না।" Testimonies to Ministers, 456.

বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকি বলে গণ্য হওয়ার অভিজ্ঞতা হলো এমন এক ঈশ্বরীয় কাজ, যা মানুষের গৌরবকে ধুলায় নামিয়ে আনে। যে দর্শন থেকে দানিয়েলের সঙ্গে থাকা লোকদের পালাতে বাধ্য করা হয়েছিল, সেটি ছিল খ্রিস্টের আবির্ভাবের 'কারণসূচক' স্তরীলঙ্গি দর্শন; এবং দানিয়েলের আত্মধার্মিকিতা ধুলায় মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, তিনটি স্বর্গদূতীয় স্পর্শ প্রদান করা হলো, যা অবশেষে দানিয়েলকে বার্তাটি বহন করার ক্ষমতা দিল।

১৮৮৮ সালে, এল্ডার জোন্স ও ওয়াগনার যে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকি সাব্যস্ত হওয়ার বার্তাটি উপস্থাপন করেছিলেন, সেই বার্তা নিয়ে এক পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতরণ করেছিলেন। ওই একই স্বর্গদূত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ আবারও বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকি সাব্যস্ত হওয়ার একই বার্তা নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। এটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সূচনা চিহ্নিত করেছিল। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সমাপ্তিতে, শুরুর বার্তাটি পুনরাবৃত্ত হয়, কারণ যীশু সর্বদা কোনো কিছুর শেষকে তার শুরুর দ্বারা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট, সেই একই স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়ে ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া তিনটি ধাপের সূচনা করেন। ঐ তিনটি ধাপের সূচনা হয় ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ প্রথম স্বর্গদূতের ক্ষমতাপ্রাপ্তির মাধ্যমে, ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-এ দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনে, এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনে। ঐ ইতিহাস ছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ তিন স্বর্গদূতের মধ্যে প্রথমজনের অবতরণের পূর্বনির্দর্শন, যার পরে ১৮ জুলাই, ২০২০-এর হতাশার সময় দ্বিতীয় স্বর্গদূত এলো, এবং যা শীঘ্র আগত রবিবার আইনের সময় তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হবে।

সেই ইতিহাসের শেষে, যখন মিকায়েল রাস্তায় মৃত্যুর সাড়ে তিন দিনের পর মোশি ও এলিয়াহকে পুনরুত্থিত করতে অবতরণ করেন, যেমনটি প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং যেমনটি দানিয়েলের শোকের একুশ দিন দ্বারাও উপস্থাপিত হয়েছে, খ্রীষ্ট আবার অবতরণ করেন। তিনি প্রথমে তাঁর মহিমার দর্শন প্রকাশ করেন, সেই দর্শন যা মানুষের মহিমাকে ধূলায় মিশিয়ে দেয় এবং একটি বিচ্ছেদ ঘটায়। দানিয়েল যখন ধূলায় নত হন, এবং "কারণমূলক" নারীত্বময় দর্শন দেখে রূপান্তরিত হয়ে যান, তখন গাব্রিয়েল প্রথমবার তাকে স্পর্শ করেন এবং তাকে কাঁপতে থাকা পায়ে দাঁড় করিয়ে দেন।

অতঃপর প্রধান স্বর্গদূত মিখায়েল 'মোশিকে পুনরুত্থিত করতে' অবতরণ করেন এবং দ্বিতীয়বার দানিয়েলকে স্পর্শ করেন; তিনি যে প্রকৃতপক্ষে নিজের প্রভুর সঙ্গেই কথা বলছেন—এই বাস্তবতায় অভিভূত হয়ে দানিয়েল শক্তিহীন হয়ে পড়েন। এরপর গাব্রিয়েল এসে তৃতীয়বার তাকে স্পর্শ করেন এবং আসন্ন রবিবারের আইনে নিশানরূপে দাঁড়ানোর কাজের জন্য তাকে শক্তি দেন। এই তিনটি স্পর্শ প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতের প্রতীক; যদিও এগুলো একই দিনে ঘটে।

প্রথম স্বর্গদূতের অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিদ্যুতের মতো খ্রীষ্টের আবির্ভাব, 'কারণমূলক' সেই দর্শন যা পৃথক করে, এবং প্রথম স্পর্শ যা দানিয়েলকে তার

মানবীয় মহিমার ধূলি থেকে উঠিয়ে তোলে। প্রথম স্বর্গদূত প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত তিনটি ধাপই ধারণ করে, কারণ এটি প্রথম বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম স্পর্শটি নিম্ন থেকে এগারো নম্বর পদে লিপিবিদ্ধ আছে—এটা কোনো আকস্মিকতা নয়।

> তবুও আমি তাঁর কথার স্বর শুনলাম; এবং যখন আমি তাঁর কথার স্বর শুনলাম, তখন আমি মুখ থুবড়ে গভীর নিদ্রায় পড়ে গেলাম, আর আমার মুখ ছিল মাটির দিকে। আর দেখো, একটি হাত আমাকে স্পর্শ করল, যা আমাকে আমার হাঁটুর ওপর এবং আমার হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে তুলল। তিনি আমাকে বললেন, 'হে দানিয়েল, অতি প্রিয় মানুষ, আমি তোমাকে যে কথা বলছি তা বুঝে নাও, এবং সোজা দাঁড়াও; কারণ এখন আমি তোমার কাছেই প্রেরিত হয়েছি।' এবং তিনি যখন এই কথা আমার কাছে বললেন, আমি কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালাম। দানিয়েল ১০:৯-১১.

দ্বিতীয় স্পর্শের অভিজ্ঞতা—যা খ্রিস্ট নিজেই দিয়েছিলেন—দানিয়েলকে কথা বলতে না পারা অবস্থা থেকে তাঁর প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম করে তোলে। দ্বিতীয় স্পর্শে দানিয়েলের শ্বাস নেই, তাই এখানে তাকে ইজেকিয়েলের সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ের প্রথম বার্তার পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

> আর যখন তিনি এমন বাক্য আমাকে বললেন, আমি মুখ ভূমির দিকে নত করলাম এবং নির্বাক হয়ে গেলাম। আর দেখ, মানবপুত্রদের সদৃশ একজন আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করল; তখন আমি মুখ খুলে কথা বললাম এবং যে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল তাকে বললাম, হে প্রভু, এই দর্শনের কারণে আমার বেদনা আমার উপর এসে পড়েছে, এবং আমার মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই। কারণ, এই আমার প্রভুর দাস কী করে এই আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলবে? আমার তো সঙ্গে সঙ্গেই কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না, শ্বাসও আর আমার মধ্যে রইল না। দানিয়েল ১০:১৫-১৭।

ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় বার্তায় বলা হয়েছে যে চার বাতাস থেকে আগত একটি বার্তা হাড়গুলোর উপর নিঃশ্বাস হিসেবে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তারা জীবিত হয়ে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে উঠে দাঁড়ায়। সেই সেনাবাহিনীর ক্ষমতাপ্রাপ্তি তৃতীয় স্পর্শ দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে।

> তখন আবার এক জন, যার রূপ মানুষ সদৃশ, এসে আমাকে স্পর্শ করল, এবং আমাকে শক্তি দিল। আর তিনি বললেন, 'হে অতি প্রিয় মানুষ, ভয় পেও না; শান্তি তোমার সাথে থাকুক; দৃঢ় হও, হ্যাঁ, দৃঢ় হও।' তিনি যখন আমার সাথে কথা বললেন, আমি শক্তি পেলাম এবং বললাম, 'আমার প্রভু কথা বলুন, কারণ আপনি আমাকে শক্তি দিয়েছেন।' তখন তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো কেন আমি তোমার কাছে এসেছি? এখন আমি পারস্যের প্রধানের সাথে যুদ্ধ করতে ফিরে যাচ্ছি; আর আমি বেরিয়ে গেলে দেখ, গ্রীসের প্রধান আসবে। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যের পুস্তকে লিপিবিদ্ধ বিষয়গুলি জানাব; আর এ বিষয়গুলিতে আমার সঙ্গে, তোমাদের প্রধান মিখায়েল ছাড়া, আর কেউ আমাকে সহায়তা করে না। আরও, মাদীয় দরিয়াসের প্রথম বছরে, আমিই তাকে সমর্থন ও শক্তি দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। 'আর এখন আমি তোমাকে সত্য কথা জানাব: দেখ, পারস্যে আরও তিন জন রাজা দাঁড়াবে; আর চতুর্থ জন তাদের সবার চেয়ে বহুগুণ ধনী হবে; এবং তার ঐশ্বর্যের শক্তিতে সে সবাইকে গ্রীসের রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে।' দানিয়েল ১০:১৮–১১:২

যে বার্তা ইযেকিয়েল অধ্যায় সাঁইত্রিশে দুই সাক্ষীকে জীবিত করে তোলে, তা তৃতীয় সর্বনাশের ইসলামের বার্তা; কিন্তু পংক্তির উপর পংক্তি, মীখায়েল মূসাকে উঠিয়ে স্বর্গে

নিয়ে গিয়ে এক নিশানরূপে প্রতিষ্ঠা করছেন—এই দৃষ্টান্তে গাব্রিয়েল যে বার্তাকে শনাক্ত করেন, তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের শেষ প্রেসিডেন্টের বার্তা। এটি ষষ্ঠ প্রেসিডেন্টের (রিপাবলিকান শিং) বার্তা, যিনি ২০২০ সালে নিহত হয়েছিলেন, যেমন সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিংও নিহত হয়েছিল। দানিয়েলের বর্ণনায় সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের শোকের দিনগুলি থেকে পুনরুত্থান, রিপাবলিকান শিংয়ের পুনরুত্থানের শনাক্তকরণের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

দানিয়েলের দশম অধ্যায়ে “দর্শন” অথবা “আবির্ভাব” শব্দটি সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই সাতটি উল্লেখে একই হিব্রু শব্দ দ্বারা চিহ্নিত, শুধু এই ব্যতিক্রম যে, এর মধ্যে তিনবার শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ রূপে এবং বাকি চারবার পুংলিঙ্গ রূপে রয়েছে। সাত যেহেতু পরিপূর্ণতার সংখ্যা, আর তিন-চার সংযোজন, যার যোগফল সাত, প্রকাশিতবাক্য পুস্তকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; সেখানে সাতটি মণ্ডলীর শেষ তিনটি, সাতটি মুদ্রার শেষ তিনটি, এবং সাতটি তূর্যের শেষ তিনটি, প্রথম চারটি থেকে বিশেষভাবে পৃথক করে দেখানো হয়েছে।

দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য পুস্তক একই পুস্তক, এবং এই অর্থে দানিয়েল ও যোহন একই শেষ দিনের প্রতীক। দশম অধ্যায়ে খ্রিস্টের যে দর্শন, সেটিই প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে খ্রিস্টের দর্শন।

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে, যোহন তার পিছনে একটি কণ্ঠস্বর শোনেন এবং যিনি কথা বলছেন তাঁকে দেখতে ঘুরে দাঁড়ান।

> প্রভুর দিনে আমি আত্মার মধ্যে ছিলাম, এবং আমার পেছনে তুরীর শব্দের মতো এক মহাশব্দ শুনলাম, যা বলছিল, ‘আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ; আর যা দেখছ, তা একটি পুস্তকে লিখে এশিয়ায় যে সাতটি মণ্ডলী আছে, তাদের কাছে পাঠাও—এফিষূস, স্মির্না, পার্গামুম, থুয়াতীরা, সার্দিস, ফিলাডেলফিয়া ও লাওদিকেয়ার কাছে।’ প্রকাশিত বাক্য ১:১০, ১১।

সে দানিয়েল দশম অধ্যায়ের তিনটি স্পর্শই হোক, অথবা প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ের সেই একই দর্শনই হোক, অথবা ইজেকিয়েল সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ের দুটি বার্তাই হোক, অথবা যিশাইয়কে বেদির উপর থেকে নেওয়া জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা স্পর্শ করা-ই হোক, এই অভিজ্ঞতা চূড়ান্ত সতর্কবার্তার বার্তাকে ক্ষমতায়িত করার পরিচয় বহন করে; এবং সেই বার্তা ২০২৩ সালের জুলাই মাসে দুই সাক্ষীর পুনরুত্থানের সময়ে শুরু হয়। দানিয়েল, যোহন, ইজেকিয়েল ও যিশাইয়—এরা সকলেই এমন এক বার্তাবাহকের প্রতিনিধিত্ব করে, যে তার পশ্চাতে “পুরাতন পথসমূহ” থেকে আগত “কণ্ঠস্বর” শুনতে পায়, যা জিজ্ঞাসা করে, “আমি কাহাকে পাঠাইব?” সেই বার্তাবাহক যখন উত্তর দেয়, “আমি এই যে, আমাকে পাঠান,” তখন সে বলপ্রাপ্ত হয় এবং প্রান্তরে ধ্বনিকারীর ন্যায় আপন কণ্ঠ উচ্চ করে। “যার কান আছে, সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীগণের কাছে কী বলিতেছেন।”

আমরা আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধে এই গবেষণাটি চালিয়ে যাব।

> উপর্যুক্ত বর্ণিত ঘটনায় স্বর্গদূত গাব্রিয়েল দানিয়েলকে তখন তিনি যতটা গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন ততটাই নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে তবে, নবী তখনও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা না হওয়া বিষয়সমূহ সম্পর্কে আরও জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, এবং আবার ঈশ্বরের কাছ থেকে আলো ও প্রজ্ঞা সন্ধান করতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ‘সেই দিনগুলিতে আমি দানিয়েল তিন পূর্ণ সপ্তাহ ধরে শোক করছিলাম। আমি কোনো সুস্বাদু খাদ্য খাইনি, মাংস বা মদ আমার মুখে যায়নি, আমি কোনোভাবেই নিজেকে তেলে মাখিনি... তারপর আমি আমার চোখ তুললাম ও দেখলাম, আর দেখো, সুতির বস্ত্রে

পরিহিত এক ব্যক্তি, যার কোমর উফাজের উৎকৃষ্ট সোনায় বেঁধে ছিল। তার দেহও ছিল বেরিলের মতো, এবং তার মুখ ছিল বিদ্যুতের দীপ্তির মতো, এবং তার চোখ আগুনের প্রদীপের মতো, এবং তার বাহু ও তার পা রঙে পালিশ করা পিতলের মতো, এবং তার কথার শব্দ ছিল জনতার কণ্ঠস্বরের মতো' (দানিয়েল ১০:২-৬)।

এই বর্ণনাটি সেই বর্ণনার অনুরূপ, যা যোহন দিয়েছিলেন, যখন পাতমোস দ্বীপে খ্রিস্ট তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং দানিয়েলের কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন। আমাদের প্রভু আরেকজন স্বর্গীয় দূতকে নিয়ে আসেন, দানিয়েলকে শেখাতে যে অন্তিম দিনগুলোতে কী ঘটবে।

বিশ্বের উদ্ধারকর্তা যে মহাসত্যগুলো প্রকাশ করেছেন, সেগুলি তাদের জন্য যারা সত্যকে লুকানো ধনের মতো অনুসন্ধান করে। দানিয়েল ছিলেন এক প্রবীণ ব্যক্তি। তার জীবন কেটেছে এক পৌত্তলিক রাজদরবারের মোহমায়ার মধ্যে, এক মহাসাম্রাজ্যের কার্যাবলীতে তার মন ছিল ভারাক্রান্ত। তবু তিনি এসব থেকে নিজেকে সরিয়ে ঈশ্বরের সামনে নিজের আত্মাকে দীন করলেন এবং পরমপ্রভুর উদ্দেশ্যসমূহের জ্ঞান অন্বেষণ করলেন। আর তার প্রার্থনার জবাবে, স্বর্গীয় দরবার থেকে আলো প্রকাশ করা হলো তাদের জন্য, যারা অন্তিম কালে বাস করবে। তাহলে, কত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের ঈশ্বরকে খুঁজতে হবে, যাতে তিনি আমাদের বোধ খুলে দেন এবং স্বর্গ থেকে আমাদের কাছে আনা সত্যগুলো আমরা অনুধাবন করতে পারি।

'আমি, দানিয়েল, একাই সেই দর্শন দেখলাম; কারণ যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা সেই দর্শন দেখেনি; কিন্তু তাদের ওপর এক মহা কম্পন নেমে এলো, ফলে তারা নিজেদের লুকাতে পালিয়ে গেল.... আর আমার মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না; কারণ আমার শোভা আমার মধ্যে নষ্টতায় পরিণত হলো, এবং আমি কোনো শক্তি ধরে রাখতে পারলাম না' (পদ ৭, ৮)। যারা সত্যিই পবিত্রীকৃত, তাদের সকলেরই অনুরূপ অভিজ্ঞতা হবে। খ্রিস্টের মহত্ত্ব, মহিমা ও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যত স্পষ্ট হবে, ততই তারা নিজের দুর্বলতা ও অপূর্ণতাকে তত স্পষ্টভাবে দেখবে। নিজেদের পাপহীন চরিত্র দাবি করার কোনো প্রবণতা তাদের থাকবে না; যা তাদের কাছে নিজেদের মধ্যে সঠিক ও শোভন বলে মনে হয়েছে, খ্রিস্টের পবিত্রতা ও মহিমার সঙ্গে তুলনা করলে তা কেবল অযোগ্য ও নষ্টপ্রবণ বলে প্রতীয়মান হবে। যখন মানুষ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, যখন খ্রিস্ট সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত অস্পষ্ট থাকে, তখনই তারা বলে, 'আমি পাপহীন; আমি পবিত্রীকৃত।'

এ সময় গাব্রিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে এভাবে বললেন: 'হে দানিয়েল, অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, আমি তোমাকে যে কথা বলছি তা বুঝে নাও, এবং সোজা দাঁড়াও; কারণ আমি এখন তোমার কাছে পাঠানো হয়েছি।' তিনি যখন এই কথা আমাকে বললেন, আমি কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'ভয় করো না, দানিয়েল; কারণ প্রথম দিন থেকেই যখন তুমি বোঝার জন্য তোমার হৃদয় স্থির করলে এবং তোমার ঈশ্বরের সম্মুখে নিজেকে নম্র করলে, তোমার কথা শোনা হয়েছে, এবং তোমার কথার কারণেই আমি এসেছি' (পদ ১১, ১২).

স্বর্গের মহিমাময় ঈশ্বর দানিয়েলকে কত মহান সম্মান প্রদান করেছেন! তিনি তাঁর কম্পমান দাসকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁকে নিশ্চিত করেন যে তাঁর প্রার্থনা স্বর্গে শোনা হয়েছে। সেই আন্তরিক প্রার্থনার উত্তরে পারস্যের সম্রাটের হৃদয় স্পর্শ করতে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে পাঠানো হয়েছিল। দানিয়েল যখন তিন সপ্তাহ উপবাস ও প্রার্থনা করছিলেন, সেই সময়ে সম্রাট ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবকে প্রতিহত

করেছিলেন, কিন্তু স্বর্গের রাজপুত্র, মহাদূত মিখায়েল, দানিয়েলের প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার লক্ষ্যে সেই একগুঁয়ে সম্রাটের হৃদয় ফিরিয়ে দিতে এবং তাকে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে প্রেরিত হয়েছিলেন।

‘আর তিনি যখন আমার সঙ্গে এ ধরনের কথা বললেন, আমি ভূমির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, এবং বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। আর দেখ, মানুষের সন্তানদের সদৃশ একজন আমার ঠোঁট স্পর্শ করল... এবং বললেন, হে অতি প্রিয় মানুষ, ভয় কোরো না; শান্তি তোমার সঙ্গে থাকুক; দৃঢ় হও, হ্যাঁ, দৃঢ় হও। আর তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বললেন, আমি শক্তি পেলাম এবং বললাম, আমার প্রভু বলুন; কারণ তুমি আমাকে শক্তি দিয়েছ’ (পদ ১৫–১৯)। দানিয়েলের কাছে যে ঐশ্বরিক মহিমা প্রকাশিত হয়েছিল, তা এত মহান ছিল যে তিনি সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারেননি। তখন স্বর্গদূত তাঁর উপস্থিতির জ্যোতি আচ্ছাদিত করলেন এবং ভাববাদীর কাছে ‘মানুষের সন্তানদের সদৃশ একজন’ রূপে দেখা দিলেন (পদ ১৬)। নিজের ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি সততা ও বিশ্বাসের অধিকারী এই মানুষটিকে শক্তি দিলেন, যাতে তিনি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তাঁকে পাঠানো বার্তাটি শুনতে পারেন।

দানিয়েল ছিলেন সর্বোচ্চ ঈশ্বরের এক নিবেদিত দাস। তাঁর দীর্ঘ জীবন তাঁর প্রভুর সেবার মহৎ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা ও অবিচল বিশ্বস্ততার সমকক্ষ ছিল কেবল তাঁর হৃদয়ের বিনয় এবং ঈশ্বরের সামনে তাঁর ভগ্নহৃদয় অনুতাপ। আমরা আবার বলি, দানিয়েলের জীবন সত্য পবিত্রীকরণের এক অনুপ্রাণিত উদাহরণ। পবিত্রীকৃত জীবন, ৪৯-৫২।